দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 13 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

156

প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

১৯৭৩ সনে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারকরণ করার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের আর কোন উন্নতি হয়নি, বরঞ্চ বিগত সরকারগুলো প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সরকারের হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে দুই দশক ধরে সরকারী থানা শিক্ষা অফিসার-পদে যে পদোন্নতির ব্যবস্থা ছিল তা বন্ধ করে অদক্ষ লোক দ্বারা থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদ পূরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরাসরি বিএড/এম প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করে শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ করার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই-এর সুপার/সহ-সুপার পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় তার চেয়ে থানা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর বিভাগ/শ্রেণী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চাওয়া হয়।

বর্তমান সরকারের নিকট প্রাথমিক শিক্ষকদের নিম্নোক্ত দাবীসমূহ পূরণের জন্য আবেদন করছি। ১। প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে হতে স্নাতক, স্নাতক উত্তোর ডিগ্রীধারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০০% পদোন্নতি প্রদান করা। ২। প্রধান শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদের শূন্য পদের ৭৫% পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। ৩। বিএড/এমএড প্রশিক্ষণের শিক্ষকদের সরাসরি ভর্তি ব্যবস্থা করা। ৪। বিএড/এমএড শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা। ৫। প্রাথমিক শিক্ষা অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন অফিসার নিয়োগ বন্ধ করা। ৬। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত বৈষম্য দূর করা। ৭। শিক্ষক নিয়োগ-এ পোষ্যদের কোটা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ৮। সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি ও আলাদা বেতন চালু। ৯। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী হতে শিক্ষকদের বাদ দেয়া এবং বৈষম্য দূর করে সকল বিদ্যালয়ে কর্মসূচী চালু করা। ১০। সরকারী বিদ্যালয়ে বেসরকারী কার্যকারী কমিটি খবরদারী বন্ধ করা। প্রয়োজনে তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ১১। উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের কে অন্যান্য অফিসের ন্যায় বেতন-ভাতা প্রদান করা। ১২। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গৃহনির্মাণ ঋণ চালু করা।

উপরে উল্লেখিত দাবীসমূহ পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন করছি। —এম লুৎফর রহমান, এমএ (১ম স্থান) বিএড, প্রধান শিক্ষক, ১০নং আমতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।